International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-IX, Issue-II, March 2023, Page No.33-41
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v9.i2.2023.33-41

ভারতের ধর্মীয় বৈচিত্র্য: সহনশীলতা এবং পৃথকীকরণ

ড. সাইফুজ্জামান
সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

কৌশিক সেন
স্নাতক রাষ্ট্র বিজ্ঞান, বান্দোয়ান মহাবিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

Religion is a system of beliefs about the origins, nature, and goal of the cosmos, particularly when viewed as the work of supernatural power or agencies. India is a land of great diversity, with a multitude of cultures and religions. India also has a large population of atheists and agnostics. On the eve of independence, India decided to establish a secular state with its own characteristics of religious tolerance, liberty and equality. The Indian Constitution guarantees freedom of religion. Indian culture is also heavily influenced by religion. Religion also plays a role in Indian politics and society. Religious tolerance is a key element in the concept of Indian secularism because it has been a significant element of the country's historical tradition. Indians see religious tolerance as a central part of who they are as a nation. This paper aims to analyze both religious diversity and tolerance diversity in their effects in Contemporary India.

Keywords: Religion, Tolerance, Segregation, Constitution, Secularism.

মুখবন্ধ: ভারতবর্ষ বহু বিচিত্র ধর্মের মিলনভূমি। ঐতিহ্যসমৃদ্ধ ভারতবর্ষের সমৃদ্ধ এই সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে বিভিন্ন মানুষেরা, বিভিন্ন ধর্মের এবং বিভিন্ন রাজনীতির সংমিশ্রণে। ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি হওয়ার ৭৫ বছর বেশি সময় পরেও, সাধরনত ভারতীয়রা মনে করেন যে তাদের দেশ স্বাধীনতার আদর্শগুলি সমান ভাবে সমন্বিত রাখতে পেরেছে। ভারতের বিশাল জনগোষ্ঠী বৈচিত্র্যপূর্ণ হওয়ার পাশাপাশি প্রকৃতভাবে ধর্মনিরপেক্ষ। ভারতে কেবল বিশ্বের বেশির ভাগ হিন্দু, জৈন এবং শিখ সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করে না, এটি বিশ্বের একটি বৃহত্তম মুসলিম জনগোষ্ঠী এবং কোটি কোটি খ্রিস্টান ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদেরও আবাসস্থল। সম্প্রতি পিউ রিসার্চ সেন্টারের একটি সমীক্ষা অনুযায়ী, ভারতে এমন একটি সমাজ গড়ে উঠেছে যেখানে একাধিক ধর্মাবলম্বীরা নির্দ্বিধায় জীবনযাপন ও ধর্ম চর্চা করতে পারে।

ভারতের জাতীয়তার অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু হলো তাদের ধর্মীয় সহিষ্ণুতা। প্রধান ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলির বেশিরভাগ অনুসারী বলেছেন যে, "সত্যিকারের ভারতীয়" হতে গেলে সকল ধর্মকে সম্মান করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ধর্মীয় সহনশীলতা এবং নাগরিক মূল্যবোধও এই দুই বিষয়ে ভারতীয়রা সবাই একমত যে, অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন তাদের নিজ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সদস্য হওয়ার শর্তেরই একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

এই সম্মিলিত মূল্যবোধগুলির পাশাপাশি সকল ধর্মাবলম্বীদের আরও অনেক বিশ্বাসও রয়েছে। ২০১১ সালের আদমশুমারিতে দেখি ৮০.৫শতাংশ হিন্দু অর্থাৎ অধিকাংশ লোকই সনাতন ধর্মে বিশ্বাসী। এর পরের স্থানটি হলো ইসলামধর্ম(১৪%), খ্রিস্টান(২.৩%), শিখ (১.৯%), বৌদ্ধ ধর্ম (০.৮%), জৈন(০.৪%) এবং অন্যান্য(০.৬%)। যা একে অপরের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে জড়িত, যা একটি আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য। এই সকল ধর্মের সঙ্গেও আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষেরাও আমাদের সমাজে মাথা উঁচু করে বসবাস করে।[1]

ধর্মনিরপেক্ষতা ও ভারতীয় রাজনীতি: ভারতবর্ষের ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা নতুন নয়। প্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষের সভ্যতা এবং মানুষের আচরণ প্রকৃতভাবে ধর্মনিরপেক্ষ। কিন্তু সাংবিধানিক দিক থেকে ভাবতে গেলে ভারতের মূল সংবিধানে বা ১৯৫০ সালের ২৬ শে জানুয়ারি যা প্রবর্তিত হয়েছিল সেখানে কোথাও এই "ধর্মনিরপেক্ষ" বা "Secular" শব্দটি ছিল না। পরবর্তীকালে, শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন তিনি সংবিধানের ৪২ তম সংশোধন করেছিলেন ১৯৭৬ সালে সেখানে "ধর্মনিরপেক্ষ" বা "Secular" শব্দটি মূল সংবিধানের প্রস্তাবনা অংশে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। ভারতীয় সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষ বলতে বোঝানে হয়েছে এইভাবে-

> "রাষ্ট্রের কোন বিশেষ ধর্মের প্রতি আনুগত্য নেই, রাষ্ট্রধর্মহীন বা ধর্মবিরোধীও নয়; রাষ্ট্র সব ধর্মকে সমান স্বাধীনতা দেয়।"[2]

ধর্মনিরপেক্ষ শব্দটি ভারতীয় সংবিধানের মূল প্রস্তাবনায় সংযোজীত হলেও, প্রকৃতপক্ষে ধর্মনিরপেক্ষ শব্দটি ভারতীয় সমাজে পুরোপুরিভাবে গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। কারন বর্তমানে ভারতীয় সমাজে ধর্ম বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সংস্কৃতি হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। রাজনৈতিক দলগুলি ধর্মকে একটি জয়ের তাস হিসাবে ব্যবহৃত করে। বিশেষ কিছু রাজনৈতিক দল ধর্মকে হাতিয়ার করে তাদের ভোটব্যাংকে কাজে লাগাচ্ছে। ধর্মকে হাতিয়ার করে ভারতীয় রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতা মৌলবাদের উদ্ভব ঘটেছে, যা প্রাচীন সভ্যময় দেশ তথা বিশ্বের বৃহওম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক। উদাহরণস্বরূপ, এইসব বিষয়ে বলতে গেলে ২০২১ সালের দিল্লির বিধানসভা ভোটের প্রচার সময়ের কথা বলতে হয়। সেখানে বর্তমান এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্লোগান দিয়েছিলেন। তিনি বললেন, 'দেশ কে গদ্দারো কো', আর সমনে বসা কর্মী-সমর্থকরা আওয়াজ তুললেন, 'গোলি মারো... কো'। কোনো নাম উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু কাদের উদ্দেশে এই স্লোগান, সেটা বুঝতে ভারতীয়দের বুঝতে অসুবিধা হয়নি।[3] দেশের বর্তমান এই অবস্থার কথা উল্লেখ করে বিশিষ্ট অধ্যাপক মীরাতুন নাহার অবশ্যই বলেছিলেন-

> "ব্রিটিশ শাসকরা ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ করে যে চারা রোপণ করেছিল, তাকেই জল, সার দিয়ে রাজনীতিকরা বড় করে এখন একটা মহীরুহের রূপ দিয়েছেন। আজকের যে

---

[1] ভারতে ধর্ম: সহনশীলতা এবং পৃথকীকরণ। https://www.pewresearch.org/religion/2021/06/29/bengali-summary/

[2] দীপকা মজুমদার, ভারতের সংবিধান, সরকার ও রাজনীতি Constitution, Government and Democracy in India (কল্যাণী পাবলিশার্স, Revised 2020) পৃষ্ঠা নম্বর - ৭৫

[3] প্রায় সব দলই ধর্মকে হাতিয়ার করে, গৌতম হোড়, সংরক্ষন তারিখ - ০২.০৪.২০২১ https://amp-dw-com.cdn.ampproject.org/

পরিস্থিতি, সেটা একদিনে হয় নি। ওই দেশভাগ বা তার ঠিক আগে থেকে বিদেশী শাসকরা তাদের স্বার্থে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে এই বিষ ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে। কিন্তু জাতি হিসাবে আমরা এতটাই হতভাগ্য যে এত বছরেও তার থেকে বেরিয়ে আসতে পারলাম না।”[4]

ভারতীয় সংবিধান ও ধর্মীয় স্বাধীনতা: ভারতীয় সংবিধানে ব্যক্তির ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার রক্ষার্থে সংবিধানের ২৫ থেকে ২৮নং ধারায় ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা অনুযায়ী ভারতকে একটি “ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র” বলে ঘোষণা করা হয়েছে অথাৎ-

ভারত হলো একটি সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক এবং প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র।

ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে সকল ধর্মকে সমান মর্যাদা দানকে বোঝানো হয়। রাষ্ট্রের কাছে সকল ধর্মই সমান সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকে যা স্বাধীন নাগরিকের সার্বভৌম রাষ্ট্রের একান্ত কাম্য। এবং সমানভাবে ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার ভোগ করে থাকে। সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষের প্রতি রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি থাকবে নিরপেক্ষ। ভারতীয় সংবিধানের ২৫, ২৬, ২৭, এবং ২৮ এই চারটি ধারাতে ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার ঘোষিত হয়েছে।

২৫ নং ধারা: সকল ব্যক্তি সমানভাবে বিবেকের স্বাধীনতা অনুসারে ধর্মস্বীকার, ধর্মচারণ এবং ধর্মপ্রচারের স্বাধীনতা ভোগ করবে।

১. সংবিধানের ২৫(২) (ক) নং ধারায় বলা হয়েছে রাষ্ট্র ধর্মাচরণের সঙ্গে জড়িত যে-কোনো অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বা ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কিত কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করবে।
২. সংবিধানের২৫(২) (খ) নং ধারায় বলা হয়েছে, সামাজিক কল্যাণ, সংকারসাধন বা জনপ্রতিনিধিত্বমূলক হিন্দুধর্ম প্রতিষ্ঠানগুলোতে সকল শ্রেণীর হিন্দুদের প্রবেশাধিকারের জন্য রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন করতে পারবে। সংবিধানে হিন্দু শব্দের অর্থ শিখ জৈন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সংবিধানে শিখ ধর্মাবলম্বীদের কৃপাণ বহন ধর্মীয় আচরণ রূপে স্বীকৃত পেয়েছে।

সুপ্রিম কোর্ট মনে করেন, জোর করে ধর্মান্তরকরণ কখনোই ধর্মীয় প্রচারের এর মধ্যে পড়ে না— কারণ এর ফলে জনশৃঙ্খলা বিপর্যস্ত হতে পারে।

(স্ট্যানিস্লাউস বনাম মধ্যপ্রদেশ AIR 1977 SC 908) আনন্দমার্গ মামলায় প্রকাশ্য স্থানে শোভাযাত্রা করে মারাত্মক অস্ত্র এবং নরমুণ্ড নিয়ে তাণ্ডব নৃত্য করা প্রয়োজনীয় ধর্মাচরণ বলে স্বীকৃতি পায়নি এবং ঐ শোভাযাত্রার উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা শৃঙ্খলা ও নৈতিকতার প্রশ্নে যুক্তিসঙ্গত বিধি-নিষেধ বলে বিবেচিত হয়েছে (জগদীশ্বরানন্দ বনাম পুলিশ কমিশনার AIR 1984 SC 51)। একইভাবে বকরিদের সময় গো-হত্যা ইসলাম ধর্মের প্রয়োজনীয় আচরণ নয় বলে বিবেচিত হয়েছে। সেজন্য জনশৃঙ্খলা স্বার্থে আইন করে গো-হত্যা বন্ধ করা উচিত (মহম্মদ হানিফ কুরেশী বনাম বিহার রাজ্য AIR 1958 SC 731)। ধর্মীয় আচরণের

[4] লোকসভা নির্বাচন ২০১৯: পশ্চিমবঙ্গের ভোটে ধর্ম কেন এবার গুরুত্ব পাচ্ছে ?, অমিতাভ ভট্টশালী, বিবিসি বাংলা, কলকাতা, সংরক্ষন তারিখ - ১৯ .০৪.২০১৯
https://www.bbc.com/bengali/news-47989207

সঙ্গে যুক্ত ধর্মনিরপেক্ষ কার্যাবলী যা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তাকে ধর্মাচরণের অপ্রয়োজনীয় অংশ বলা হয়, দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় ধর্মীয় সম্পত্তির ধর্মনিরপেক্ষ প্রশাসন আইন অনুযায়ী যার দেখভাল করা হবে। (রতিলাল বনাম বোম্বে রাজ্য (1954) SCR 1055; রামানুজা বনাম তামিলনাড়ু রাজ্য AIR 1972 SC 1586; দিগদর্শন বনাম অন্ধ্র রাজ্য AIR 1970 SC 181)।

২৬ নং ধারা: অনুসারে প্রতিটি ধর্মীয় সম্প্রদায় অথবা তাদের কোন অংশকে প্রতিষ্ঠান গড়ার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। ধর্মীয় সংস্থা যেসব অধিকার ভোগ করতে পারবে তা হল—

(ক) ধর্ম ও সেবামূলক কাজের জন্য প্রতিষ্ঠান তৈরি করা ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারবে।

(খ) নিজেদের ধর্ম সম্পর্কে যে কোনো কাজ বা কর্মসূচি পরিচালনা করতে পারবে।

(গ) স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি অর্জন দখল আইন অনুসারে সেই সব সম্পত্তি পরিচালনা করতে পারবে।

(রতিলাল বনাম বোম্বে রাজ্য 1954 SCR 1055; রামানুজ বনাম তামিলনাড়ু AIR 1961 SC 1402; সরুপ বনাম পাঞ্জাব রাজ্য AIR 1959 SC 850; নরেন্দ্র বনাম গুজরাট রাজ্য AIR 1974 SC 2092; রাম বনাম পাঞ্জাব AIR 1981 SC 1576।

২৭ নং ধারা: অনুসারে কোন বিশেষ ধর্ম বা ধর্মসম্প্রদায়ের প্রচার বা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোন সম্প্রদায় বা ব্যক্তিকে কর দিতে বাধ্য করা যাবে না। তবে এক্ষেত্রে আইনের একটা ফাঁক আছে যেকোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান প্রবেশমূল্য নামের অর্থ নিতে পারে। যা আইন বিরোধী নয়।

২৮ নং ধারা: ধারায় বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ আর্থিক সাহায্যে পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধর্ম বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া যাবে না, তাছাড়া যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সরকার দ্বারা অনুমোদিত ও সরকারের সাহায্য পেয়ে থাকে সেখানেও শিক্ষার্থী ও শিক্ষার্থীর অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া ধর্মশিক্ষা দেওয়া যাবে না।

রতিলাল বনাম বোম্বাই রাজ্য সরকার মামলায় (১৯৫৪) এবং হানিফ কুরেশি বনাম বিহার রাজ্য মামলায় (১৯৫৪) ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শটি সুনির্দিষ্টভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানের কেবলমাত্র ২৫ থেকে ২৮ নং ধারই নয়, ১৪ নং ধারা, ১৫ এবং ১৬ নং ধারা, ১৭ নং ধারা, ২৯(২) নং ধারা এবং ৩২৫ নং ধারা ধর্মনিরপেক্ষতার মহান আদর্শকে লালন করেছে। সংবিধানের অত্যন্ত যুক্তিগ্রাহ্য সীমাবদ্ধতা আরোপ করে ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারকে জনকল্যাণমূলক উদারনৈতিক রাষ্ট্রব্যবস্থার চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তুলেছে। ৪২ তম সংবিধান সংশোধনে ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটির সংযোজন ভারত রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রটিকে বিশ্ব জনসমাজের কাছে আরও উজ্জ্বল করেছে।[5]

১৪ নং ধারা: বলা হয়েছে যে, "The state shall not deny to any person equality before the law or equal protection of the laws within the territory of India" 'আইনের চোখে সাম্য' অথবা 'আইন কতৃক সমভাবে সংরক্ষিত হওয়ার অধিকার' থেকে বঞ্চিত করবে না।

১৫ নং ধারা: বলা হয়েছে তা হল- Prohibition of discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex or place of birth. অর্থাৎ এই ধারা অনুসারে-

---

[5] সোমা ঘোষ, নিবেদিতা পাল, রাখী বনিক, ভারতের সংবিধান ও শাসন ব্যবস্থার পথপরিক্রমা (প্রগেসিভ পাবলিশার্স,প্রথম প্রকাশন:জানয়ুারি,২০১৪),পৃষ্ঠা নম্বর- ৩৬৯, ৩৫২, ৩৫৩, ৩৫৪, ৩৫৫, ৩৫৬, ৩৭১।

১৫(১): জাতি, ধর্ম, বর্ণ, জন্মস্থান, স্ত্রী-পুরুষ প্রভৃতি কারণে রাষ্ট্র কোনো নাগরিকের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না।

১৫(২): কোন নাগরিক কেবল ধর্ম, জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ, জন্মস্থান বা কোনো একটির ভিত্তিতে-

(ক) দোকানে, সর্বজনীন ভোজনালয়ে, হোটেলে, এবং সার্বজনীন বিনোদস্থানে প্রবেশের ব্যাপারে কিংবা

(খ) রাষ্ট্রের তহবিল থেকে পূর্ণত অথবা অংশত রক্ষণাবেক্ষণ করা অথবা সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য সমর্পণ করা হয়েছে, এমন নলকূপ, পুষ্করিণী, স্নানের ঘাট এবং জনগণের সমাবেশের বাধ্যবাধকতা নিয়ন্ত্রণ বা শর্ত আরোপ করা যাবে না।

১৫(৩) এবং **১৪(৪):** নং ধারায় বলা হয়েছে যে, স্ত্রীলোক, শিশু, শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসর নাগরিকদের জন্য রাষ্ট্র বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে, সেই ব্যবস্থা সাম্য নীতির বিরোধী বলে বিবেচিত হবে না।

১৬ নং ধারা: Equality of opportunity in matters of public employment. সংবিধানের ১৬ নং ধারা অনুসারে জাতি, ধর্ম, বংশ, জন্মস্থান, স্ত্রী-পুরুষ প্রভৃতি বিষয়ে পার্থক্যের জন্য কোনো নাগরিক সরকারি চাকরি বা পদে নিয়োগের ব্যাপারে অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। নিয়োগ ছাড়া বেতন, পদোন্নতি, ছুটি অবসরকালীন সুবিধা প্রভৃতি চাকরি সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ক এই নিয়ম কার্যকর করা হবে। অবশ্য এই নিয়মের কিছু ব্যতিক্রম আছে। উদাহরণস্বরূপ-

(১) রাষ্ট্র সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে বসবাসগত শর্ত আরোপ করতে পারে।

(২) অনুন্নত শ্রেণীর নাগরিকদের জন্য রাষ্ট্র সরকারি পদ বা চাকরি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারে

(৩) রাষ্ট্র তপশীল জাতি ও উপজাতিভুক্ত ব্যক্তিদের সরকারি চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করতে পারে

১৭ নং ধারা: Abolition of untouchability সংবিধানের ১৭ নং অনুচ্ছেদে "অস্পৃশ্যতা"র বিলোপ সাধন করা হয়েছে এবং অস্পৃশ্যতাজনিত যে কোন আচরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ১৯৫৫ সালে অস্পৃশ্যতার সংক্রান্ত অপরাধ আইন (The Untouchability Offence Act, 1955), পরে সংশোধন অনুসারে যে আইনটির বর্তমানে নাম- "Protection of Civil Rights Act" (1976)।

২৯(২) নং ধারা: ধর্ম, জাতি, ভাষা, বা এর কোনো একটি কারণের ভিত্তিতে রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত বা রাষ্ট্রীয় অনুদানপ্রাপ্ত কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে না।

৩২৫ নং ধারা: অনুযায়ী জাতি, ধর্ম, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল ভারতীয় নাগরিকের ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তির অধিকার রয়েছে। ১৯৮৯ সালে ভোটদানের বয়স ২১ বছর থেকে কমিয়ে ১৮ বছর করা হয়।

ধর্মনিরপেক্ষতা ও ভারতের অবস্থান: বর্তমান দিনে দাঁড়িয়ে থেকে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ দেখলে এই প্রশ্নটা বারবার মনে জেগে উঠে ভারত কী একটি প্রকৃত অর্থে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র? আদৌও কি ভারত রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ সঠিকভাবে কার্যকরী হচ্ছে না শুধুমাত্র সংবিধানের পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ হয়ে রয়েছে। বর্তমান দিনে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রকৃত সংজ্ঞা খোঁজা অত্যন্ত জটিল। সংবিধানের ভাষাই যদি বলা হয় তাহলে ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। কারন সংবিধান অনুযায়ী কোন বিশেষ ধর্মকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয় না এবং সংবিধানের চোখে সকল ধর্ম সমান। নিয়ম-কানুন এবং বিধি বিধান অনুসারে ধর্মনিরপেক্ষতো বলা

যেতে পারে। কিন্তু বর্তমানে ভারতবর্ষকে রাজনৈতিক দৃষ্টিতে দেখতে গেল ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে একটি প্রশ্ন চিহ্ন থেকে যাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ যদি বলা যায়:-

a) **১৯৮৪ শিখ বিরোধী দাঙ্গা বা ১৯৮৪ শিখ গণহত্যা:** ১৯৮৪ সালের ৩১ অক্টোবর ইন্দিরা গান্ধী দুজন শিখ দেহরক্ষীর দ্বারা হত্যা হয়েছিল তার পরদিন থেকে দিল্লী ও ভারতের ৪০ টিরও বেশি শহরে শিখ বিরোধী দাঙ্গা আরম্ভ হয়। জনতা লোহার রড, ছুরি, লাঠি, জ্বলনশীল পদার্থ, যেমন কেরাসিন, পেট্রোল ইত্যাদি নিয়ে সংঘর্ষ ঘটায়। সেই কাণ্ডে সমগ্র ভারতবর্ষে ২৮০০জন লোকের মৃত্যু হয়েছিল ; কেবল দিল্লীতে মৃত্যু হয়েছিল ২১০০জনের।

b) **১৯৯০ সালের জানুয়ারি কাশ্মীরি পণ্ডিতদের ঘর ছাড়ার যন্ত্রণা:**
   i. **4 জানুয়ারি, 1990:** এর বেদনাদায়ক দিন, যখন সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল, কাশ্মীরি হিন্দুদের তাদের বাড়িঘর, সম্পত্তি এবং তাদের কন্যা ও মহিলাদের ছেড়ে চলে যেতে হবে, নয়তো মরতে প্রস্তুত থাকতে হবে।
   ii. **19 জানুয়ারি 1990**: এ নবনিযুক্ত গভর্নর জগমোহন সেনাবাহিনীকে উপত্যকায় ডেকেছিলেন, এমন একটি পদক্ষেপ যা লক্ষ লক্ষ কাশ্মীরি পণ্ডিতদের কাশ্মীরকে জীবিত ছেড়ে যাওয়ার বিকল্প দেয়। সেনাবাহিনী পণ্ডিতদের প্রতি অবিচার বন্ধ করতে পারেনি, তবে কাশ্মীর ছেড়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এটি ঢালের মতো সহায়ক বলে প্রমাণিত হয়েছিল।

উপত্যকায় সেনাবাহিনী প্রবেশের পরে, ব্যাচের লোকেরা উপত্যকা খালি করতে শুরু করে। কেউ কেউ জম্মুতে আশ্রয় নিয়েছিল, যখন বেশিরভাগ দিল্লি, হরিয়ানা, পাঞ্জাব এবং দেশের অন্যান্য অংশে যাওয়াকে উপযুক্ত বলে মনে করেছিল।

c) **বাবরি মসজিদ:** ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর তারিখে বাবরি মসজিদ ধ্বংস। বলাচলে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের মদতে বজরং দল ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ এবং শিবসেনা- র সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একটি ঘৃণা জর্জরিত একটি নিকৃষ্টতম ঘটনা যা ভারতীয় সংবিধানের "ধর্মনিরপেক্ষতা" সবচেয়ে চরম আঘাতের দিন বলা যেতে পারে। ত্রই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯২ সালের ১৬ ডিসেম্বর লিবারহান অযোধ্যা কমিশন গঠন করে পিভি নরসিমা রাওয়ের নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকার। বিভিন্ন বিরোধিতা এবং আইনি জটিলতার পর ২০১৯ সালের ১১ নভেম্বর সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে রাম মন্দির ও বাবরি মসজিদের সমস্যার সমাধান হয়।

d) **১৯৯৩- এর মুম্বাই দাঙ্গা:** বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর মুম্বাই জুড়ে সাম্প্রদায়িক হিংসা ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৯৯২ সালের ডিসেম্বর এবং ১৯৯৩ সালের জানুয়ারিতে মুম্বাইয়ের সহিংসতা ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার বাসিন্দাদের অধিকারকে খর্ব করেছে এবং মর্যাদাপূর্ণ জীবন যাপনকে প্রভাবিত করেছে। এই হিংসায় ৯০০ জন মারা গিয়েছিল এবং ২০০০ জনেরও বেশি লোক জখম হয়েছিলেন। অনেকের বাড়িঘর, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও সম্পত্তি ধ্বংস করা হয়েছিল। বলাচলে, এগুলি ভারতের সংবিধানের ২১ নং অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন।

e) **২০০২ গুজরাট দাঙ্গা:** ঘটনাটি ঘটেছিল গুজরাট রাজ্যের গোধরায় ২০০২ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি। সবরমতী এক্সপ্রেস নামক ট্রেনটি হিন্দু তীর্থযাত্রীদের নিয়ে অযোধ্যা থেকে ফেরার সময় একদল

মুসলিম তার ওপর আক্রমণে চালায় এবং ট্রেনটি জোর করে থামিয়ে একটি বগিতে আগুন লাগিয়ে দেয়। এরফলে ৫৯ জন হিন্দু তীর্থযাত্রী মারা যায়। এই ঘটনাকে গুজরাত সহিংসতার প্ররোচনা বলে উল্লেখ করা হয়। সরকারী পরিসংখ্যান অনুসারে, দাঙ্গায় ১,০৪৪ জন নিহত, ২২৩ নিখোঁজ এবং ২,৫০০ আহত হয়। নিহতদের মধ্যে ৭৯০ জন মুসলমান এবং ২৫৪ হিন্দু ছিলেন।

f) গো-হত্যা রক্ষার আড়ালে ধর্মীয় ও জাতিগত আক্রমণ।
g) ১৯৭০ সালে ভিয়ানদি দাঙ্গা।
h) ১৯৭১ সালে তেলচেরী ও জামসেদপুর দাঙ্গা।
i) ১৯৮২ সালে কন্যাকুমারী দাঙ্গা।
j) ভারতের নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) ও জাতীয় নাগরিক পঞ্জী (এনআরসি) এই দুটি সরকারি উদ্যোগ। সংবিধানে ধর্মের ভিত্তিতে নাগরিকত্ব প্রদানের প্রয়াস সুস্পষ্টভাবে সংবিধান লঙ্ঘন।

আমাদের উপলব্ধি: ধর্মনিরপেক্ষতা বর্তমানে আমরা চিন্তা করি, তা সত্য বলা যায় যে ধর্মনিরপেক্ষবদ্ধ রয়েছে। যদিও যতই মেকি ধর্মনিরপেক্ষতা হোক না কেন তা সত্বেও ধর্মনিরপেক্ষতার গুরুত্ব রয়েছে। রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব এবং প্রশাসনিক দুর্বলতার কারনে ধর্মনিরপেক্ষতা অর্জন আজও সম্ভব হয়ে ওঠে নি। ধর্ম এবং রাজনীতি এই দুটি এক না পরস্পর আলাদা আমাদের গুলিয়ে ফেললে চলবে না। ধর্মীয় শোভাযাত্রার সময় যাতে সংযম থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কোনরকম ধর্মকে হাতিয়ার করে ভুল অপপ্রচার বা ভুল তথ্য প্রচারকরা এবং উসকানিমূলক আচরণ করলে সেই অপপ্রচারকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। এবং মনে রাখতে হবে জনগণকে সদা জাগ্রত হতে হবে যে মন্দির নির্মাণ করে ধর্মীয় প্রচার নির্বাচনে জেতার একটি সুবিধাজনক অস্ত্র কিন্তু তা কোন ধর্ম-কর্মের নজির নয়।

সর্বশেষ বলতে পারি, হয়তো একদিন অতীতের শিক্ষা নিয়ে যোগ্য রাজনৈতিক নেতৃত্ব তৈরি করবে আমাদের দেশ ভারতবর্ষ। এই দেশের সুদূর ভবিষ্যত নিয়ে অধ্যাপক কে. এন. পানিক্কর বলেছিলেন যে-

> "...We have to transform our struggle against communalism to a struggle for secularism. Such a struggle can be meaningful only if it is a part of a struggle for a human society- a society in which human beings are recognised and respected as human beings and not as Hindu, Muslim or any other religious denomination. Such a struggle is possible only if we integrate the struggle for secularism with the large struggle for just society."

তথ্যসূত্র:

১. গৌতম মুখোপাধ্যায়, ভারতীয় রাজনীতির সাম্প্রতিক গতিপ্রকৃতি (সেতু প্রকাশনী)

২. দীপকা মজুমদার, ভারতের সংবিধান সরকার ও রাজনীতি (কল্যাণী পাবলিশার্স, Revised:2020)

৩. Madhav Khosla, the Indian Constitution (Oxford Publisher)

৪. অনাদি কুমার মহাপাত্র, ভারতবর্ষের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি পরিচয় (সুহৃদ প্রকাশনী)

৫. Dr. P.K. Agrawal, IAS (Ret), Ex-Jt. Secy. Ministry of Law & Justice, GoI & Dr. K.N. Chaturved. Ex-Secy. Ministry of Law & Justice, GoI Constitution of India, (Prabhat Prakashan)

৬. লোকসভা নির্বাচন ২০১৯: পশ্চিমবঙ্গের ভোটে ধর্ম কেমন এবার গুরুত্ব... https://www.bbc.com/bengali/news-47989207

৭. Subhas C. Kashyap, Constitution of India, (NBT Publication)

৮. Justice Jasti Chelameswar, Judge Supreme Court Of India & Justice Dama Seshadri Naidu, Judge, High Court of Kerala, Indian Constitutional Law, (Lexisnexis, Eighth Edition)

৯. Granville Austin, the Indian Constitution Cornerstone of a Nation, (Oxford Publication)

১০. Rajeev Bhargava, Political and Ethic of the Indian Constitution, (Oxford Publication)

১১. P.M. Bakshi, the Constitution of India, (New Delhi, Universal Law Publishing Co. Pvt. Ltd. 2010)

১২. Rao, Amiya; Ghose, Aurobindo; Pancholi, N. D. (1985), Truth about Delhi violence: report to the nation। India: Citizens for Democracy.
(সংগ্রহের তারিখ ৩০ জুলাই ২০১০)

১৩. Ram Narayan Kumar et al. Reduced to Ashes: The Insurgency and Human Rights in Punjab, (South Asia Forum for Human Rights, 2003. Report)

১৪. Joyce Pettigrew, the Sikhs of the Punjab: Unheard Voices of State and Guerrilla Violence, (Zed Books Ltd., 1995)

১৫.https://bengali-indianexpress-com.cdn.ampproject.org/v/s/bengali.indianexpress.com/explained/kashmiri-pandit-exodus-from-valley-possibility-of-return-184239/lite/?amp

১৬.https://ruposhibangla.in/kashmiri-pandit-history-in-bengali/

১৭.https://tv9bangla-com.cdn.ampproject.org/v/s/tv9bangla.com/india/state-failed-to-maintain-law-victims-must-be-compensated-supreme-court-au63-680993.html/amp?amp_g

১৮.https://web.archive.org/web/20090106234202/http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/south_asia/4536199.stm

১৯. "Report on Godhra riots"। www.sabrang.com

Concerned Citizens Tribunal Report। (সংগ্রহের তারিখ ৪ জুলাই ২০১৭)।

২০. “How SIT report on Gujarat riots exonerates Modi” CNN-IBN। ১১ নভেম্বর ২০১১। ৩ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। (সংগ্রহের তারিখ ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০)

২১.https://www.peoplesreporter.in/special-article/thirty-one-years-of-babri-masjid-demolition-at-a-glance

২২ . সোমা ঘোষ, নিবেদিতা পাল, রাখী বনিক, ভারতের সংবিধান ও শাসনব্যবস্থার পথ পরিক্রমা, (প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি, ২০১৪)।